আরবী বর্ণমালা মোট ২৯টি

নিম্নের ৭টি লাল বর্ণমালাকে সর্বদা পোর বা মোটা করে পড়বে।

ح	ج	ث	ت	ب	ا
س	ز	ر	ذ	د	خ
ع	ظ	ط	ض	ص	ش
م	ل	ك	ق	ف	غ
ى	ي	ء	ه	و	ن

আরবী বর্ণমালার পরীক্ষা

ن	و	ه	ء	ي	ى
غ	ف	ق	ك	ل	م
ش	ص	ض	ط	ظ	ع
خ	د	ذ	ر	ز	س
ا	ب	ت	ث	ج	ح

কাসরার ক্ব-য়িদাহ: ২

حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	إِ
سِ	زِ	رِ	ذِ	دِ	خِ
عِ	ظِ	طِ	ضِ	صِ	شِ
مِ	لِ	كِ	قِ	فِ	غِ
ىِ	يِ	ءِ	هِ	وِ	نِ

পরীক্ষা

لِ	ىِ	يِ	عِ	ءِ	إِ
دِ	ضِ	ظِ	زِ	ذِ	جِ
طِ	تِ	حِ	هِ	وِ	بِ
صِ	سِ	شِ	ثِ	كِ	قِ
رِ	نِ	فِ	مِ	خِ	غِ

যম্মার ক্ব-য়িদাহ: ৩

حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	أُ
سُ	زُ	رُ	ذُ	دُ	خُ
عُ	ظُ	طُ	ضُ	صُ	شُ
مُ	لُ	كُ	قُ	فُ	غُ
ىُ	يُ	ءُ	هُ	وُ	نُ

পরীক্ষা

لُ	ىُ	يُ	عُ	ءُ	أُ
دُ	ضُ	ظُ	زُ	ذُ	جُ
طُ	تُ	حُ	هُ	وُ	بُ
صُ	سُ	شُ	ثُ	كُ	قُ
رُ	نُ	فُ	مُ	خُ	غُ

তানবীন (দুই ফাত্‌হা) এর ক্ব-য়িদাহ: ৬

দুই ফাত্‌হা (যবর), দুই কাসরা (যের) ও দুই যম্মা (পেশ) কে তানবীন বলে। তানবীনের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়। তানবীনের চিহ্ন

ً	ٍ	ٌ
দুই যবর	দুই যের	দুই পেশ

ثًا ثَنْ	تًا تَنْ	بًا بَنْ	أً أَنْ
دًا دَنْ	خًا خَنْ	حًا حَنْ	جًا جَنْ
سًا سَنْ	زًا زَنْ	رًا رَنْ	ذًا ذَنْ
طًا طَنْ	ضًا ضَنْ	صًا صَنْ	شًا شَنْ
فًا فَنْ	غًا غَنْ	عًا عَنْ	ظًا ظَنْ
مًا مَنْ	لًا لَنْ	كًا كَنْ	قًا قَنْ
يًا يَنْ	هًا هَنْ	وًا وَنْ	نًا نَنْ
ثُ جَ دًا	أَ ذِ نًا	كِتَابَةً	**পরীক্ষা**
قَ لَ مًا	ضُ رِ بًا	قِ تَ لًا	ظَ لُ مًا
حَ نِ يْ فًا	بَ تِ رًا	سَ مِ عًا	كِ تَابًا

তানবীন (দুই কাসরা) এর ক্ব-য়িদাহ: ৭

ثٍ ثِنْ	تٍ تِنْ	بٍ بِنْ	إٍ إِنْ
دٍ دِنْ	خٍ خِنْ	حٍ حِنْ	جٍ جِنْ
سٍ سِنْ	زٍ زِنْ	رٍ رِنْ	ذٍ ذِنْ
طٍ طِنْ	ضٍ ضِنْ	صٍ صِنْ	شٍ شِنْ
فٍ فِنْ	غٍ غِنْ	عٍ عِنْ	ظٍ ظِنْ
مٍ مِنْ	لٍ لِنْ	كٍ كِنْ	قٍ قِنْ
يٍ يِنْ	هٍ هِنْ	وٍ وِنْ	نٍ نِنْ
لِ مَ نٍ	سَ لَا مٍ	ثُ جُ دٍ	**পরীক্ষা**
شَ جَ رٍ	عِ قَا بٍ	شُ عَ بٍ	زُ سَ شٍ
كِ تَا بٍ	سَا مِ عٍ	حَ سَ بٍ	غَ نَ مٍ
مَ سَ دٍ	جُ وْ عٍ	خَ وْ فٍ	حَا سِ دٍ

স্থানভেদে প্রতিটি অক্ষরের আকৃতি

যেমন	শেষে	যেমন	মধ্যখানে	যেমন	শুরুতে	হরফ
شَيْئًا	ـئا	يَأْتِي	ـأ	أَمَلَ	أ	ء
مُجِيْبٌ	ـب	نَعْبُدُ	ـبـ	بِهِمْ	بـ	ب
بَيْتٌ	ـت	فِتْنَةٌ	ـتـ	تَوْبَةٌ	تـ	ت
ثُلُثٌ	ـث	مَنْثُوْرٌ	ـثـ	ثَوْبٌ	ثـ	ث
يُوْلِجُ	ـج	يُجِيْبُ	ـجـ	جُنُوْدٌ	جـ	ج
صَحِيْحٌ	ـح	نَحْنُ	ـحـ	حَبْلٌ	حـ	ح
يَنْفُخُ	ـخ	يُخْرِجُ	ـخـ	خُبْزٌ	خـ	خ
جَدِيْدٌ	ـد	بَدْرٌ	ـد	دَعْوَةٌ	د	د
أَنْقَذَ	ـذ	عَذَابٌ	ـذ	ذَوْقٌ	ذ	ذ

যেমন	শেষে	যেমন	মধ্যখানে	যেমন	শুরুতে	হরফ
مُدِيْرٌ	ـر	مَرِيْضٌ	ـر	رِحْلَةٌ	ر	ر
عَزِيْزٌ	ـز	عَزِيْمٌ	ـز	زُهُوْرٌ	ز	ز
شَمْسٌ	ـس	مُسْلِمٌ	ـسـ	سَبْعَةٌ	سـ	س
عَرْشٌ	ـش	بَشِيْرٌ	ـشـ	شُعُوْرٌ	شـ	ش
قَصَصَ	ـص	بَصِيْرٌ	ـصـ	صَبْرٌ	صـ	ص
بُغْضٌ	ـض	غَضِبَ	ـضـ	ضَمِيْرٌ	ضـ	ض
قِسْطٌ	ـط	خَطِيْرٌ	ـطـ	طُيُوْرٌ	ط	ط
حَفِيْظٌ	ـظ	عَظِيْمٌ	ـظـ	ظَلَمُوْا	ظ	ظ
سَبْعَ	ـع	سَعِيْدٌ	ـعـ	عِيْدٌ	عـ	ع
صُبْغٌ	ـغ	يَغِيْظُ	ـغـ	غُرْفَةٌ	غـ	غ

جَدَّةٌ	صَدَّقَ	نَعَّمَ	حَلَّلَ
هَيِّنٌ	سَوَّلَتْ	حُصِّلَ	بُرِّزَ
فُرِّجَتْ	قَدَّمَتْ	قُوَّةٌ	دُرَّةٌ
وَلِيٌّ	زُوِّجَتْ	كُوِّرَتْ	حُرِّمَتْ
وَهَّابٌ	مَكَّنَّا	يَشَّقَّقُ	دُرِّيٌّ
حَيٌّ	قَيُّوْمٌ	مُتَكَبِّرٌ	ذُرِّيَّةٌ
عِلِّيُّوْنَ	مُحَبَّةٌ	كِذَّابًا	مُتَّقِيْنَ
نَبِيٌّ	جَمًّا	مُطَهَّرَةٌ	سَبَّحَ
مُسَوَّمَةٌ	طَلِّقُوْهُنَّ	سِجِّيْنٌ	عَشِيَّةٌ
مُمَدَّدَةٌ	لَيَقُوْلُنَّ	قُدِّرَ	كُلَّمَا
فَاتَّقُوْا	نَزَّلْنَا	تَتَّقُوْنَ	أَيُّهَا

কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَاللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ৩৯

(আসসালা-মু 'আলাইকুম আহলাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা অলমুসলিমীন, অইন্না- ইনশা'-আল্লা-হু বিকুম লালা-হিকূন, নাস'আলুল্লা-হা লানা- অলাকুমুল 'আ-ফিয়্যাহ)

অর্থ: হে কবরবাসী মু'মিন ও মুসলিমগণ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক আর নিশ্চয় আল্লাহ চাইলে আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম হা/২১৪৭, ইফা. হা/২১২৬, ইসে. হা/২১২৯, মিশকাত হা/১৭৬৪)*

তিলাওয়াতে সাজদার দু'আ

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ ৪০

(সাজাদা অজহিয়্যা লিল্লাযী খলাক্বাহূ অশাক্বক্বা সাম'আহূ অ বাস্বারাহূ বিহাওলিহী অ ক্বুওঅতিহ)

অর্থ: আমার মুখমণ্ডল সাজদায় অবনত হয়েছে সেই মহান সত্ত্বার জন্য যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এর কর্ণ, চক্ষুকে যথাস্থানে স্থাপন করেছেন স্বীয় ইচ্ছায় ও শক্তিতে। *(আবু দাউদ হা/১৪১৪, সহীহ আত তিরমিযি হা/৩৪২৫, নাসায়ী হা/১১২৯, মিশকাত হা/১০৩৫)*

ইফতার করে পঠিত দু'আ

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْشَآءَ اللهُ ৪১

(যাহাবায যমা-উ অবতাল্লাতিল 'উরূক্বু অষাবাতাল আজরু ইনশা--আল্লা-হ)

অর্থ: পিপাসা দূর হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং ইনশাআল্লাহ নেকী নির্ধারিত হল।

(সহীহ: আবু দাউদ হা/২৩৫৭, মিশকাত হা/১৯৯৩)

লাইলাতুল ক্বদরে বেশি বেশি পঠিত দু'আ

৪২ اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

(আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুওঁবুন তুহিব্বুল 'আফঅ ফা'ফু 'আন্নী)

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল এবং ক্ষমা করাকে ভালবাস, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। *(সহীহ: তিরমিযী হা/৩৫১৩, ইবনে মাজাহ হা/৩৮৫০, মিশকাত হা/২০৯১)*

খানা-পিনা শুরুর দু'আ

৪৩ بِسْمِ اللهِ **(বিসমিল্লা-হ)** **অর্থ:** আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(বুখারী হা/৫৩৭৮, আবু দাউদ হা/৩৭৬৭, তিরমিযী হা/১৮৫৮, মিশকাত হা/৪১৫৯)

পোশাক পরিধানের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ ৫৫

(আলহামদু লিল্লা-হিল লাযী কাসা-নী হা-যা- অ রযাক্বনীহি মিন গইরি হাওলিম মিন্নী অলা- ক্বুওঅহ)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এই কাপড় পরিয়েছেন এবং আমার কোন শক্তি ও চেষ্টা ছাড়াই তিনি আমাকে তা রিযিক হিসেবে দান করেছেন।

নতুন পোশাক পরিধানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ৫৬

(আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা কাসাওতানীহি 'আস'আলুকা মিন খইরিহি অ খইরা মা- স্বুনি'আ লাহূ অ 'আ'উযু বিকা মিন শারিহী অ শাররি-মা স্বুনি'আ লাহ)

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি আমাকে এই (নতুন) কাপড় পরলে, আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং যার জন্য এটা প্রস্তুত করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ এবং যার জন্য এটা প্রস্তুত করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(আবূ দাঊদ হা/৪০২০, সহীহ আত-তিরমিযী হা/১৭৬৭, মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/১১২৪৮, সহীহ: আলবানী রহ.)*

হাঁচি দাতা বলবে

৫৭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্হামদু লিল্লা-হ) **অর্থ:** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

(বুখারী হা/৬২২৪, আবু দাউদ হা/৫০৩৩, মিশকাত হা/৪৭৩৩)

উপস্থিত শ্রোতা বলবে

৫৮ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ারহামুকাল্লা-হ) **অর্থ:** আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন।

(বুখারী হা/৬২২৪, আবু দাউদ হা/৫০৩৩, মিশকাত হা/৪৭৩৩)

হাঁচিদাতা আবার বলবে

৫৯ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (ইয়াহদীকুমুল্লা-হু অ ইস্লিহু বা-লাকুম)

অর্থ: আল্লাহ তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখান এবং তোমাদের সংশোধন করুন। *(বুখারী হা/৬২২৪, আবু দাউদ হা/৫০৩৩, মিশকাত হা/৪৭৩৩)*

যে কোন যানবাহনে আরোহণের দু'আ

৬০ اَللهُ أَكْبَرُ (আল্লা-হু আকবার) [৩ বার]

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. ৬১

(সুবহা-নাল্লাযী সাখ্খারা লানা- হা-যা- অমা- কুন্না- লাহূ মুক্বরিনীন, অইন্না- ইলা- রব্বিনা- লামুনক্বলিবূন)

অর্থঃ আমি সেই সত্ত্বার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হব। *(সূরা যুখরুফ-৪৩: ১৩-১৪, মুসলিম হা/৩১৬৬, আবু দাউদ হা/২৫৯৯, তিরমিযী হা/৩৪৪৬)*

শির্ক থেকে বাঁচার দু'আ

৬২ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَاأَعْلَمُ

(আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আ'উযু বিকা আন উশরিকা বিকা অ'আনা- আ'লামু অ 'আসতাগফিরুকা লিমা- লা-আ'লাম)

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আর অজানা অবস্থায় শিরক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(সহীহঃ আদাবুল মুফরাদ হা/৫৫৪/৭১৬, সহীহুল জামে হা/৩৭৩১)

সূরা কাফিরূন পাঠ করে ঘুমালে শিরক থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(সহীহ তারগীব হা/৬০৫)

মৃত সংবাদ ও মসিবতের সময় পঠিত দু'আ

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ- اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَأَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا ৬৩

(ইন্না- লিল্লা-হি অ ইন্না- ইলাইহি র-জিউন, আল্লা-হুম্মা 'আজুরনী ফী মুস্বীবাতী অআখলিফ লী খইরাম মিনহা-)

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে প্রতিফল দাও এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান কর। *(মুসলিম হা/২০২৬, ইফা. হা/১৯৯৬, ইসে. হা/২০০৩, তিরমিযী মাপ্র. হা/৩৫১১, নাসায়ী হা/৩০৮৫, ইবনে মাজাহ হা/১৫৯৮, মিশকাত হা/১৬১৮)*

ফাযীলাতঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যদি কোন মুসলমানের ওপর কোন বিপদ আসে এবং সে এ দু'আ পড়ে, তাহলে আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করবেন। *(মুসলিম হা/২১৬৬, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/৩৪৯০, মিশকাত হা/১৬১৮)*

সকল মুমিন ও পিতা-মাতার জন্য দু'আ-১

৭১ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

(রব্বানাগফির লী অলি অ-লিদাইয়্যা অ লিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বূমুল হিসা-ব)

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতা এবং সকল মু'মিনকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব কায়েম হবে। *(সূরা ইবরাহীম-১৪:৪১)*

পিতা-মাতার জন্য দু'আ-২

৭২ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

(রব্বির হাম্হুমা- কামা- রব্বায়্যা-নী স্বগীরা-)

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! তাদের (পিতা মাতা) উভয়ের প্রতি দয়া কর, যেমনভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। *(সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:২৪)*

উভয় জগতে কল্যাণ প্রার্থনার দু'আ

৭৩ رَبَّنَا أٰتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(রব্বানা- আ-তিনা- ফিদ্ দুনইয়া- হাসানাতাওঁ অ ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ অক্বিনা- 'আযা-বান না-র)

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচাও। *(সূরা আল-বাকারা-২:২০১, বুখারী হা/৬৩৮৯, মিশকাত হা/২৪৮৭)*

মেঘের গর্জনের সময়ে দু'আ

৭৪ سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَآئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ

(সুবহা-নাল্লাযী ইউসাব্বিহুর রা'আদু বিহামদিহী অলমালা--ইকাতু মিন খীফাতিহ)

অর্থঃ আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি সেই মহান সত্ত্বার, মেঘের গর্জন যার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করে ও ফেরেশতাবর্গ তাঁর ভয়ে-ভীত হয়ে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। *(সহীহ: মুয়াত্তা'হা/৩৬৪১, মিশকাত হা/১৫২২)*

উপকারী ব্যক্তির জন্য দু'আ

৭৫ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا **(জাযা-কাল্লাহু খইরান)**

অর্থঃ আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। *(বুখারী হা/৩৩৬, মুসলিম হা/৭০৩)*

আশ্চার্য কোন কিছু দেখলে বা ঘটলে দু'আ

৭৬ سُبْحَانَ اللهِ (সুবহা-নাল্লা-হ)

অর্থ: আমি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। *(মুসলিম হা/৩৩০, ৬০৭৭, ইফা. হা/৩৩৮, ৫৯৬৭, মুসনাদে আহমাদ হা/২৪২৭৩)*

আগামীতে কিছু করবো বললে যা পড়তে হয়

৭৭ إِنْ شَآءَ اللهُ (ইন্‌শা- আল্লা-হ)

অর্থ: যদি আল্লাহ চাই। *(সূরা কাহাফ-১৮:২৩-২৪)*

ওপরে উঠার সময় দু'আ

৭৮ اَللهُ اَكْبَرُ (আল্লা-হু আকবার)

অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়। *(বুখারী হা/২৯৯৩, ইফা. হা/ ২৭৮২. আপ্র. হা/২৭৭২ মিশকাত হা/২৪৫৩)*

নিচে নামার সময় দু'আ

৭৯ سُبْحَانَ اللهِ (সুবহা-নাল্লা-হ)

অর্থ: আমি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। *(বুখারী হা/২৯৯৩, ইফা. হা/২৭৮২. আপ্র. হা/২৭৭২, মিশকাত হা/২৪৫৩)*

ঈদের তাকবীর

৮০ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার অলিল্লাহিল হাম্‌দ)

অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। *(ইরওয়াউল গালীল মাশা.৩/১২৮, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা মাশা. হা/৫৬৯৭, যাদুল মা'আদ মাশা. পৃ. ২/৩৯৫)*

ঈদে পারস্পারিক সাক্ষাতের দু'আ

৮১ تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ (তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না- অমিনকুম)

অর্থ: আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। *(শুয়াবুল ঈমান হা/৩৪৪৬, তামামুল মিন্নাহ ১/৩৫৪ পৃ.)*

আক্বীদা মানহায বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় মাস'আলা

১. প্রশ্ন: মুসলিম ব্যক্তি কোথা থেকে নিজের আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করবে?
উত্তর: মুসলিম ব্যক্তি কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের আদর্শ থেকে আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করবে। তবে এই গ্রহণ সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যা ও নীতি অনুযায়ী হতে হবে।

২. প্রশ্ন: আমাদের মাঝে মতানৈক্য হলে কীভাবে তার সমাধান করবো?
উত্তর: আমরা আল্লাহর কিতাব কুরআন ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ থেকে তার সমাধান গ্রহণ করবো।

৩. প্রশ্ন: আমাদের রব কে?
উত্তর: আমাদের রব আল্লাহ, যিনি তাঁর নেয়ামত দিয়ে আমাদেরকে প্রতিপালন করছেন এবং প্রতিপালন করছেন সমগ্র জগৎকে।

৪. প্রশ্ন: আমাদের নবী কে?
উত্তর: আমাদের নবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম।

৫. প্রশ্ন: কিয়ামত দিবসে নাজাতপ্রাপ্ত দল কোনটি হবে?
উত্তর: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে। কেবল যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবীদের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারাই শুধু জান্নাতে যাবে। *(তিরমিযী, সহীহ সুনান তিরমিযী, হা ২৬৪১)* তারাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত।

৬. প্রশ্ন: ইসলাম কাকে বলে?
উত্তর: ইসলাম হলো তাওহীদ ও আনুগত্যের সাথে এক আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন করা এবং শিরক ও মুশরিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

৭. প্রশ্ন: ইসলাম ধর্মের স্তর কয়টি ও কি কি?
উত্তর: ইসলাম ধর্মের স্তর তিনটি। যথা- (১) ইসলাম, (২) ঈমান ও (৩) ইহসান।

৮. প্রশ্ন: ইসলামের রুকন কয়টি ও কি কি?
উত্তর: ইসলামের রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। যথা- (১) সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) হজ্জ পালন করা। (৫) রমাযানের সিয়াম রাখা।

৯. প্রশ্ন: ঈমান কাকে বলে?
উত্তর: ঈমান হল- মুখে উচ্চারণ, অন্তরে বিশ্বাস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজে পরিণত করা।

১০. প্রশ্ন: ঈমানের রুকন কয়টি ও কী কী?
উত্তর: ঈমানের রুকন ছয়টি: (১) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহর ওপর (২) তাঁর ফেরেশতাদের ওপর (৩) তাঁর কিতাবসমূহের ওপর (৪) তাঁর রাসূলদের ওপর (৫) আখিরাত বা শেষ দিবসের ওপর এবং (৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের ওপর।

১১. প্রশ্ন: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে সাক্ষ্যদানের অর্থ কী?
উত্তর: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকলের জন্য ইবাদতের যোগ্যতাকে অস্বীকার করা এবং যাবতীয় ইবাদতকে এককভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা।

১২. প্রশ্ন: ইহসান কাকে বলে?
উত্তর: ইহসান হলো 'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাকে দেখছ; তুমি যদি তাকে দেখতে না পাও, (তাহলে এ ভেবে ইবাদত করো যে) তিনি তোমাকে দেখছেন।

১৩. প্রশ্ন: আল্লাহ্ কি আমাদের সাথে আছেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আল্লাহ তার জ্ঞান, দৃষ্টি, শ্রবণ, সংরক্ষণ, ক্ষমতা ও ইচ্ছা প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের সাথে আছেন। কিন্তু তার সত্তা কোন সৃষ্টির মাঝে মিশতে পারে না।

১৪. প্রশ্ন: আল্লাহকে কি চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব?
উত্তর: দুনিয়াতে আল্লাহকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু মুমিনগণ পরকালে হাশরের মাঠে ও জান্নাতে আল্লাহকে দেখবেন।

১৫. প্রশ্ন: আল্লাহর আকার আছে তার প্রমাণ কী?
উত্তর: আল্লাহর চেহারা দেখা যাবে জান্নাতে। তাঁর কোন দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ নেই।

১৬. প্রশ্ন: আল্লাহ কোথায় আছেন?
উত্তর: আল্লাহ সাত আসমানের ওপর আরশে রয়েছেন।

১৭. প্রশ্ন: কুরআনুল কারীম এর পরিচয় কী?
উত্তর: কুরআনুল কারীম আল্লাহর বাণী। সেটি তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদত করা হয়। এ বাণী আল্লাহর নিকট থেকে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

১৮. প্রশ্ন: তাওহীদ কাকে বলে?
উত্তর: একমাত্র আল্লাহই সকল ইবাদতের হকদার বলে বিশ্বাস করা, সেই সাথে তার সত্তা গুণাবলীকে বিশ্বাস করা এবং সকল কর্মের নিয়ন্ত্রক ও সম্পাদনকারী একমাত্র তিনি এ বলে বিশ্বাস করাকে তাওহীদ বলা হয়।

প্রয়োজনীয় দু'আর সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা	নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশের দু'আ	৩৮	৩৯	ঘুমানোর সময় দু'আ পড়া	৫১
২	প্রস্রাব-পায়খানা হতে বের হওয়ার দু'আ	৩৮	৪০	ঘুম থেকে উঠার দু'আ	৫১
৩	অযূ শুরুর দু'আ	৩৮	৪১	পোশাক পরিধানের দু'আ	৫২
৪	অযূ শেষের দু'আ	৩৮	৪২	নতুন পোশাক পরিধানের দু'আ	৫২
৫	আযান শেষে দু'আ	৩৯	৪৩	হাঁচি দাতা বলবে	৫২
৬	মসজিদে প্রবেশের দু'আ	৩৯	৪৪	উপস্থিত শ্রোতা বলবে	৫২
৭	মসজিদ হতে বের হওয়ার দু'আ	৩৯	৪৫	হাঁচিদাতা আবার বলবে	৫২
৮	সানার দু'আ	৪০	৪৬	যে কোন যানবাহনে আরোহণের দু'আ	৫৩
৯	রুকুর দু'আ	৪০	৪৭	শির্ক থেকে বাঁচার দু'আ	৫৩
১০	রুকু হতে দাঁড়ানোর দু'আ	৪১	৪৮	মৃত সংবাদ ও মসিবতের সময় পঠিত দু'আ	৫৩
১১	দাঁড়ানো অবস্থায় দু'আ	৪১	৪৯	রোগীর সাথে সাক্ষাৎকালে পঠিত দু'আ	৫৪
১২	সিজদার দু'আ	৪১	৫০	রোগীর কপালে হাত রেখে ৭ বার পড়িতে হয়	৫৪
১৩	দুই সিজদার মাঝের দু'আ	৪১	৫১	শরীরে ব্যাথা হলে যেভাবে ঝাঁড়বে	৫৪
১৪	তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)	৪২	৫২	রোগ মুক্তির দু'আ	৫৪
১৫	দরূদে ইবরাহীম	৪২	৫৩	কুদৃষ্টি থেকে শিশুদের রক্ষার দু'আ	৫৫
১৬	দু'আয়ে মাসূরা	৪৩	৫৪	জ্ঞান বৃদ্ধির দু'আ	৫৫
১৭	সালাম ফিরানোর পর পঠিতব্য দু'আ	৪৪	৫৫	জ্ঞান বৃদ্ধির দু'আ	৫৫
১৮	আয়াতুল কুরসী	৪৫	৫৬	বক্ষ প্রশস্ততা ও জিহ্বার জড়তার দু'আ	৫৫
১৯	সকাল সন্ধ্যার দু'আ	৪৬	৫৭	সকল মুমিন ও পিতা-মাতার জন্য দু'আ-১	৫৬
২০	সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার	৪৬	৫৮	পিতা-মাতার জন্য দু'আ-২	৫৬
২১	বিতর স্বলাতের সালাম ফিরার পর পঠিত দু'আ	৪৭	৫৯	উভয় জগতে কল্যাণ প্রার্থনার দু'আ	৫৬
২২	দু'আ কুনূত	৪৭	৬০	মেঘের গর্জনের সময়ে দু'আ	৫৬
২৩	জানাযার দু'আ	৪৮	৬১	উপকারী ব্যক্তির জন্য দু'আ	৫৬
২৪	কবরে লাশ রাখার দু'আ	৪৮	৬২	আশ্চার্য কোন কিছু দেখলে বা ঘটলে দু'আ	৫৭
২৫	কবর যিয়ারতের দু'আ	৪৯	৬৩	আগামীতে কিছু করবো বললে যা পড়তে হয়	৫৭
২৬	তিলাওয়াতে সাজদার দু'আ	৪৯	৬৪	ওপরে উঠার সময় দু'আ	৫৭
২৭	ইফতার করে পঠিত দু'আ	৪৯	৬৫	নিচে নামার সময় দু'আ	৫৭
২৮	লাইলাতুল ক্বদরে বেশি বেশি পঠিত দু'আ	৪৯	৬৬	ঈদের তাকবীর	৫৭
২৯	খানা-পিনা শুরুর দু'আ	৪৯	৬৭	ঈদে পারস্পারিক সাক্ষাতের দু'আ	৫৭
৩০	শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়তে ভুলে গেলে যা পড়বে	৫০	৬৮	সালামের শব্দাবলি	৫৮
৩১	খানা-পিনা করে যা বলবে	৫০	৬৯	সালামের জবাবে বলবে	৫৮
৩২	খাওয়া শেষে দু'আ	৫০	৭০	অনুপস্থিত ব্যক্তির সালামের জবাব	৫৮
৩৩	দুধ পানের দু'আ	৫০	৭১	অমুসলিমদের সালামের জবাব	৫৮
৩৪	যে পানাহার করাল তার জন্য দু'আ	৫০	৭২	কেউ দান করলে তার জন্য দু'আ	৫৮
৩৫	বাড়ী হতে বের হওয়ার দু'আ	৫১	৭৩	পশু যবাহ করার দু'আ	৫৯
৩৬	বাড়ী থেকে বের হলে পরিবারের জন্য দু'আ	৫১	৭৪	ভূমিকম্প বা কোন আকস্মিক বিপদে বলবে	৫৯
৩৭	বিদায়কালে গমনকারীর উদ্দেশ্যে পঠিত দু'আ	৫১	৭৫	বিষাক্ত প্রাণী থেকে নিরাপদে থাকার দু'আ	৫৯
৩৮	ঘরে প্রবেশের সময় পঠিত দু'আ	৫১	৭৬	মজলিস শেষের দু'আ	৫৯